JAN. 2 1 2001

# প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষিত

সরকারের ২৫ কোটি টাকা সাশ্রয়ের কথা বলিয়া এইবার অনভিজ্ঞ প্রেস বেক্সিমকোর পুস্তকা, ফ্রি প্রেস ও শুকতারাকে দেওয়া হইয়াছে বোর্ডের প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ কোটি বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহের কাজ। বেক্সিমকোকে এই কাজ দেওয়ার পিছনে দুর্নীতিবাজরা কলকাঠি নাড়িয়াছে বলিয়া ব্যাপক অভিযোগ উঠিয়াছে। সরকার ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে তদারকি এবং সমন্বয় সাধন না করাতে জানুয়ারি মাসের শেষের দিকেও ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌছায় নাই। তবে ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ নোট বইয়ে বাজার সয়লাব হইয়া গিয়াছে। পাঠ্যপুস্তকের এই সমস্যা লইয়া বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিটিং মিছিল করিয়াছে। এই বিষয়টি লইয়া পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখিও হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও পাঠ্যপুস্তক ছাপা ও সরবরাহে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন।

এই নির্দেশের আলোকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক ২ জানুয়ারি শিক্ষা সচিবকে জরুরি একটি পত্র দেন। এই চিঠি প্রাপ্তির ১২ দিনেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তক ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বরং চিঠিটাই আটকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে একটি সাদামাটা চিঠি দেওয়া হয়। বিশেষ বাহক দিয়া পাঠানো অতি জরুরি এই চিঠি পাওয়ার ৪ দিন পরেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা এবং বেক্সিমকোর তিনটি প্রেসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই; বরং ১৪ জানুয়ারি বোর্ডের কাছে দেওয়া পুস্তকার চিঠি অনুযায়ী তিন কিস্তিতে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই সরবরাহের প্রস্তাব বোর্ড মানিয়া লইয়াছে। ২১ জানুয়ারি প্রথম কিস্তিতে যৎসামান্য পুস্তক রাজধানীর গুটিকতক দোকানে সরবরাহ করা হইয়াছে। জেলা-উপজেলায় বই কবে পৌছাইবে, তাহার কোনো নিশানা এখনও দেখা যাইতেছে না।

প্রকৃতপক্ষে যেই বৎসর নতুন পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ কিংবা পুস্তক সংস্কারের পর মুদ্রণের কাজ থাকে সেই বৎসর বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়মতো ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুস্তক দিতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের হাতে নূতন বই পৌছাইতে পৌছাইতে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্তও সময় গড়াইতে দেখা গিয়াছে। এইবার অনভিজ্ঞ বেক্সিমকো যে আরও নূতন ঘাপলার সৃষ্টি করিবে তাহার সমস্ত আলামত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এইদিকে শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়াতে পুস্তক ছাপাইবার ফলে ভুলত্রুটি অনেক বেশি হইয়াছে। অঙ্কের বইয়ে ইতিহাস ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং পেট্রোল পাম্পঅলা পাইয়াছে পাঠ্যপুস্তক বিক্রির এজেন্সি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঠ্যপুস্তকে ছাপার ভুল এখন যেন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার্থীদের যেই অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে সেই বিষয় দেখিবার ও বলিবার লোকের অভাবও যেন ইদানীং আরও বেশি প্রকট। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বেক্সিমকোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইতে যাহারা গড়িমসি করিতেছেন তাহারা যে ঘুষ-দুর্নীতির কারণেই উহা করিতেছেন তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পড়ে না।

এইদিকে দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোন সঙ্কট নাই বলিয়া জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষ্য ভুক্তভোগীদের হতাশ ও ক্ষুব্ধ করিয়াছে। প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করিয়া সমাধানের সঠিক পথে না গিয়া মন্ত্রীদের এহেন একপেশে মন্তব্য শুনিতে শুনিতে অবশ্য জনগণ এখন অভ্যস্ত। ইহার পরও আমরা আশা করিব বিষয়টি যেহেতু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি হইবে এবং ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা জরুরি পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এই ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতির উদ্ভব আর কখনও হইবে না।